গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
www.fireservice.gov.bd

"মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল<br>মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | : | ১৩/১০/২০২১ খ্রিঃ |
| সময় | : | ১১:০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ। |

সভায় উপস্থিত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত জনাব মল্লিক সাইদ মাহবুব, যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব, অগ্নি শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) জনাব শেখ মোঃ সাঈদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) বলেন- বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান/স্থান/ভবনে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে ফায়ার সার্ভিস খুবই দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করে থাকে। অগ্নিকান্ডসহ যেকোনো দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহযোগী হিসেবে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মকর্তা কর্মচারীসহ রিসোর্সপার্সনদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) লে: কর্ণেল এস, এম জুলফিকার রহমান, বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স. জানান শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ন্যূনতম ০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ দেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ০২দিনব্যাপী ফায়ার সেফটি প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৬ মাস মেয়াদী ফায়ার সায়েন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি বিষয়ক (ডিপ্লোমা কোর্স), ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স চলমান আছে। তাছাড়া সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ০১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি চালু করা হয়েছে। অধিকতর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে ০২ দিনব্যাপী ফায়ার সেফটি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ফায়ার সায়েন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি (ডিপ্লোমা) কোর্স, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স, ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কোন সংস্থার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।

(খ) জনাব মোঃ জাকিরুল ইসলাম, সহকারী উপসচিব, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি অন্যান্য সংস্থাসমূহের মনিটরিং এর ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকে সচেতন করার সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ। প্রতি ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানে মাত্র =১৫০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা প্রশিক্ষণ ফি কমানো এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচিত নম্বরটি ৯৫৫৫৫৫৫ জাতীয় পর্যায়ে পরিবর্তন হয়েছে, কোন শর্ট কোড নম্বর চালু করা এবং সকলের কাছে পরিবর্তিত নম্বরটি পৌঁছানোর লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে এসএমএস দেয়া যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লে: কর্ণেল এস, এম জুলফিকার রহমান, বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স. জানান শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে প্রতি ব্যাচে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদানে =(১৫০০০/-) পনেরো হাজার টাকা ব্যয় হয়, প্রদত্ত ফি প্রশিক্ষকদের সম্মানী ও প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়ালস বাবদ ব্যয় হয়, সে জন্য ব্যয় কমানোর সুযোগ নেই। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৯৫৫৫৫৫৫ নম্বরটি পরিবর্তন হয়ে ২২২৩৩৫৫৫৫৫ নম্বরটি ইতোমধ্যে সকলকে বাল্ক এসএমএস (Short message service) প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে আবারো এসএমএস (Short message service) প্রেরণ করতে হবে। শর্ট কোড নম্বর চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে শর্ট কোড নম্বর চালু হবে।

(গ) জনাব মোঃ বোরহানউদ্দিন সোহাগ, সহকারী সচিব, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) বলেন- পোশাক শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী ১৮% কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক। চাহিদা মোতাবেক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পক্ষে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ-এর মাধ্যমে করানোর অনুমতি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণটি হাতে কলমে দেয়া যায় কিনা?

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) দ্বিমত পোষন করে বলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীরা অর্জিত পেশাগত এবং বহুমাত্রিক দুর্যোগ মোকাবিলার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে বিধায় এ প্রশিক্ষণটি বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ-এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণের অনুমতি প্রদান করা সম্ভব নয়।

(ঘ) জনাব মোঃ দিদারুল আলম, সহকারী ব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ বলেন- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিঃসন্দেহে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে। বিভিন্ন স্থানে গ্যাস লিকেজের ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে তিতাস গ্যাস অফিসের টিম আসার পূর্বে পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের টিমের মাধ্যমে প্রটেকশন দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ প্রসঙ্গে জানান কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সাড়া প্রদান করে থাকে এবং দুর্ঘটনা মোকাবিলা করে স্টেশনে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী দুর্ঘটনা মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শুধুমাত্র গ্যাস লিকেজ হলে ফায়ার সার্ভিসের লোকজনের মাধ্যমে প্রটেকশন দেওয়ার সুযোগ নেই। গ্যাস লাইন মেরামতের দায়িত্ব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ এর। তবে কোন বড় লিকেজ হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে যদি পূর্বে জানা যায় এবং নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত করার সুযোগ থাকে তাহলে প্রটেকশনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) জনাব মোঃ নুরুল আমিন, ডেপুটি ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জানান যে, গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এই বিভাগ পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল কাজ করছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবাটি আরো বিস্তার করা; সারাদেশব্যাপী সেচ্ছাসেবকদের মধ্যে মহড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং তাদের ধরে রাখার লক্ষ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করা এবং দুর্ঘটনার ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের মানসিক সাপোর্ট দেয়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় কি না?

এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) অবগত করেন, অ্যাম্বুলেন্স সেবা বৃদ্ধিকল্পে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মহড়া পরিচালনা করা হচ্ছে ফলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার লক্ষ্যে অতীতে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা করা হয়েছে। এটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে বিভিন্ন সময় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্প্রতি অধিদপ্তরের উদ্যেগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স ক্যাডেটগণ রূপগঞ্জের সজীব কর্পোরেশনের অগ্নিকান্ডে অনাথ হয়ে যাওয়া ১০টি ফ্যামিলির ১০টি বাচ্চাকে ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তালিকা চেয়েছেন। এভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) জনাব মোঃ আবুল বাশার, ফায়ার সাইন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স সম্পন্নকারী, কোর্স সংখ্যা-৮ এবং ফায়ার সেফটি ম্যানেজার, বসুন্ধরা গ্রুপ অব কোম্পানীজ। তিনি বলেন উক্ত গ্রুপের ১৩ টি প্লান্টে তিনি কাজ করেন প্রতি সপ্তাহে অনেকগুলো মহড়া করতে হয়। এই মহড়ার মাধ্যমে বসুন্ধরা গ্রুপসহ আশেপাশের প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি ফায়ার ফাইটিং সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান ০৬ মাস মেয়াদী ফায়ার সাইন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স এর প্রশিক্ষণ ফি ৩০,৫০০/- এবং ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সের ফি ৫০,৫০০/- টাকা। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কর্মীরা যেন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাছাড়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে উক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ছ) জনাব মোঃ হাসমতুজ্জামান, ফায়ার কনসালটেন্ট, ইউটিলিটি প্রফেশনালস বলেন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মনিটরিং এর ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম বাস্তবায়নের হার মোটামুটি ভালো কিন্তু Rural এলাকায় ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম তেমন বাস্তবায়ন করা হয়নি। সারাদেশের গুরুত্বপূর্ন স্থানে বিশেষ করে শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক এলাকায় পানির রিজার্ভার অথবা হাইড্রেন্ট বাস্তবায়ন করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্মসচিব বলেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্ঘটনা মোকাবিলায় বিভিন্ন স্থানে/রাস্তার পাশে হাইড্রেন্ট/ পানির রিজার্ভার স্থাপনের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসাকে অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দ্রুত সময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

(জ) মোঃ সাইদুজ্জামান, প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) চট্টগ্রাম অঞ্চল বলেন বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন কর্মকান্ড সারাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরে উচ্চ ডিগ্রীধারী লোকজন কর্মরত। তাদের অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান নেই। বনানীস্থ এফ আর টাওয়ারে কর্মরতদের অগ্নিকান্ড মোকাবিলা করার নূন্যতম জ্ঞান থাকলে এত হতাহত হতোনা, তাই সচেতনতার লক্ষ্যে অগ্নি নির্বাপণী সাধারণ জ্ঞান পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা?

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ প্রসঙ্গে জানান দেশের সিংহভাগ জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ আওতায় আনা হবে, সে লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর, রায়পাশা মৌজায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি নির্মাণের জন্য (১০০.৯২ একর) জমি অধিগ্রহণ চলমান। জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে খুব শীঘ্রই প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করা হবে। প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে উক্ত একাডেমিতে ১৮টি ফ্যাকাল্টি ও প্রায় ৮৫০ জনবল থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের মান আরও বৃদ্ধি পাবে। জনবলের স্বল্পতায় আপনাদের চাহিদামত প্রশিক্ষণ শতভাগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। বর্তমানে সারাদেশে চালুকৃত ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৫৭টি। চলমান প্রকল্পগুলো শেষ হলে স্টেশনের মোট সংখ্যা হবে ৫২১টি, আরো অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৭২০টি। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো হলে জনবল হবে ৩০০০০ এর উপরে। তাছাড়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে অগ্নি নির্বাপণী সাধারণ জ্ঞান পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঝ) জনাব মোঃ আতিকুল হক, ডেপুটি সেক্রেটারী, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) জানতে চান- ভবন বিদ্ধস্ত হলে বিদ্ধস্ত ভবন থেকে দ্রুত হতাহতদের উদ্ধার করার লক্ষ্যে অনুসন্ধানের অত্যাধুনিক যন্ত্র লাইফ লুকেটর আছে কিনা? ফায়ার সার্ভিসের কোন হটলাইন নাম্বার আছে কিনা? না থাকলে চালু করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে লাইফ লুকেটর (থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা-৩১টি, সার্চ ভিশন ক্যামেরা-৬৬টি) বিদ্যমান আছে। গুরুত্বপূর্ন স্টেশনগুলোতে এ সরঞ্জামগুলো সংরক্ষিত আছে। এ অধিদপ্তরের শর্ট কোড নম্বর ছিল ১০২ সেটি আপাতত বন্ধ, তবে নতুন শর্ট কোড চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শিঘ্রই চালু করা যাবে। তাছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক নতুন প্রকল্প (অটো এলার্মিং সিস্টেম) গ্রহণ

করা হয়েছে। অটো এলার্মিং সিস্টেম স্থাপন করলে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সুইচ বাটনে পুশ করলে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সেকশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে নিকটবর্তী স্টেশনে তার সংকেত জানাবে।

(ঞ) ভলান্টিয়ার জনাব মোঃ জহিরউদ্দিন বলেন প্রতিবছর শুধু ভলান্টিয়ারদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা করা প্রয়াজন। বিশ্বের সকল ভলান্টিয়ারদের একটি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে। আমাদের আছে কিনা জানা নেই, না থাকলে করা উচিত। আমাদের বিগত দেড়-দুই বছড় যাবত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি, সকল ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ভলান্টিয়ারদের নিয়ে প্রতিবছর জাম্বুরি করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভলান্টিয়ারদের নীতিমালা রয়েছে। তাছাড়া গত দেড়-দুই বছড় যাবত বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর জন্য ব্যাপক পরিসরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি, সামনে সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(ট) সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম দৈনিক খোলা কাগজ বলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জেলা উপজেলা পর্যায়ে ১ম শ্রেনির কর্মকর্তা রয়েছে কিনা। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন সরকারি অন্যান্য সংস্থার চেয়ে অধিক ঝুঁকিতে কাজ করে জনগণের সেবা প্রদান করে কিন্তু অন্যান্য সংস্থার ন্যায় এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা কম। এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা?

এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন বর্তমানে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১ম শ্রেনিতে উন্নিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাছাড়া অন্যান্য পদে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নিয়োগবিধি আংশিক সংশোধন হয়েছে, কিছু চলমান আছে বাস্তবায়ন হলে ভবিষ্যতে অসামঞ্জস্য দূরীভূত হবে।

সভায় উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের, উপসচিব অগ্নি-১, জনাব জাহিদুল ইসলাম বলেন, সকলের আলোচনা সারসংক্ষেপ করলে আরা দেখি যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে সেবা গ্রহিতাদের সেবা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরনের লক্ষ্যে সকলের মুল্যবান মতামত দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য মতামত/পরামর্শ বাস্তবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে দেখা যায়, বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, সার্ভে, মহড়া ও প্রশিক্ষনসহ সচেতন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সবাইকে সচেতন করার জন্য স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সকল প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তাকর্মী/ ফায়ার সেফটি ম্যানেজার নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উচ্চ পর্যায়ের একটি বিনিয়োগ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শনপূর্বক সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা দূরীভুত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে পরিকল্পনাবিহীন কোন প্রতিষ্ঠান না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, অগ্নি অনুবিভাগের প্রধান, জনাব মল্লিক সাইদ মাহবুব (যুগ্মসচিব) এ প্রসঙ্গে বলেন বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় সরকারি সংস্থাসমূহ প্রদত্ত সেবাসমূহ জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। সেবা গ্রহীতাদের মতামত নিয়ে প্রদত্ত সেবাসমূহকে আরো জনবান্ধব করার নির্দেশনা রয়েছে। সে নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের সভা আয়োজন করায় মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে ধন্যবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় এর পাঠ্যসূচিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। পূর্বে জনগণের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল অগ্নিকান্ড শেষ হলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের গাড়ি পৌঁছায় এবং গাড়ি আক্রমনের শিকার হয়। কিন্তু বর্তমানে অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছায় এবং এখন জনবল ও গাড়ির সুরক্ষা জনগণ নিশ্চিত করে। মহাপরিচালকসহ এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এ প্রসংশার দাবীদার। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের শর্টকোড নম্বর চালুকরণে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত সময়ের মধ্যে নম্বরটি চালু করা হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ হতে স্বজনহারা ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের মানসিক সাপোর্ট ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে এ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা

বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে দেশের জনগণ এর সুফল পাবে। বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিকল্প সিঁড়ি নেই এবং নতুন সিঁড়ি করার স্থান নেই, এক্ষেত্রে সার্ভে টিমের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কমানো/ ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন/ অগ্নিনির্বাপণ সাজ-সরঞ্জামাদি বাস্তবায়ন করে ভবনগুলো ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন করার জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

| ক্রমিক | সিদ্ধান্তসমূহ | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১ | ফায়ার ফাইটিং সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ | পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) |
| ২ | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের শর্ট কোড নম্বর চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ | পরিচালক (অপারেশন ও মেইটেনেন্স) |
| ৩ | ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা | পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) |
| ৪ | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্ঘটনা মোকাবেলায় বিভিন্ন স্থানে/রাস্তার পাশে হাইড্রেন্ট/ পানির রিজার্ভার স্থাপন | পরিচালক (অপারেশন ও মেইটেনেন্স) |

সমাপনী বক্তৃতায় মাহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। এ অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে মতামত নেয়া হয়েছে। আপনাদের গ্রহণযোগ্য মতামত বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিসসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা এবং সকল প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত বিভিন্ন অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৪/১০/২০২১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৩৯.১৪৬.১৭- ৯৯৯৭/২০

তারিখঃ ২৪ অক্টোবর, ২০২১ / ০৮ কার্তিক, ১৪২৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ)/ (প্রকল্প-২৫, সংশোধিত-৪৬)/ (প্রকল্প-১৫৬)/ (সেফার প্রকল্প)/ (ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প)/ (১১ মডার্ন প্রকল্প), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/ (উন্নয়ন)/ (পরিকল্পনা কোষ)/ (অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ----------বিভাগ,---------- (সকল)।
৫. অধ্যক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।

৬. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়্যরহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও ষ্টোর)/ (অপারেশন)/ (উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/ (পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
৮. সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৯. উপসহকারী পরিচালক (রিফর্ম সেল), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফায়ার সেফটি সেল), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

মোঃ ওহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)